কান্ট :→

(1)

Q. কিভাবে কান্ট ইন্দ্রিয়ানুভব ও প্রত্যয়ের পার্থক্য করেছেন? একটি কি অপরটি ছাড়া জ্ঞান তৈরী করতে পারে?

অথবা,

"প্রত্যয় ব্যতীত অনুভব অন্ধ এবং অনুভব ব্যতীত প্রত্যয় শূন্য" — আলোচনা কর। 10

Ans → (কান্ট বিষয়কে জ্ঞান সাপেক্ষ বলেছেন।) বিষয় জ্ঞান সাপেক্ষ — এ কথার একটি অর্থ হল, বিষয়কে জানতে হলে জ্ঞানের দরকার। আবার এমনও বলা যেতে পারে যে, আমাদের জ্ঞানের ওপরেই বিষয়ের অস্তিত্ব নির্ভর করে। কিন্তু কান্ট যখন বিষয়কে জ্ঞান সাপেক্ষ বলেছেন তখন তিনি একথা বলেননি যে, জ্ঞানের ওপরেই বিষয়ের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। এইরূপ উক্তি করেছিলেন বার্কলে। কান্ট বলতে চেয়েছেন, বিষয়কে আমরা যে যে রূপে জানি সেইসব রূপকে বস্তুগত বলে মনে করি। যদিও রূপ মাত্রই বস্তুগত নয়।

কান্ট আমাদের জ্ঞান শক্তির মধ্যে দুই প্রকারের ভেদ করেছেন, যথা — সংবেদন শক্তি এবং বুদ্ধি। ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই সংবেদন সম্ভব। এই সংবেদনের মাধ্যমে বিষয় সম্পর্কে আমাদের সাক্ষাৎ অনুভব হয়। অন্যদিকে বুদ্ধিকে স্বয়ংক্রিয় বলা যেতে পারে। সংবেদন যেখানে বাইরে থেকে কিছু দিতে পারে, বুদ্ধি সেখানে নিজের থেকেই কিছু দিতে পারে। কান্ট সংবেদন এবং বুদ্ধির মধ্যে এইরূপ পার্থক্য করেছেন।

বিষয়কে সংবেদনের দ্বারা লাভ করলে বিষয়টির কি রূপ হবে তা নিরূপণ করা বুদ্ধির কাজ। যাক, আমার সামনে একটি লাল ফুল আছে। এখানে জ্ঞানের বিষয় হল লাল ফুল। এখানে লাল ফুল বা জ্ঞানের বিষয়টি, সে কোন একটি ইন্দ্রিয়লব্ধ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়ানুভবে এই জ্ঞান সম্ভব নয়। কারণ চোখ শুধুমাত্র বস্তুর রং ও আকারই দেখতে পারে, কিন্তু তাই যে একটি ফুল এবং তার রং লাল — এই আকারের জ্ঞান ইন্দ্রিয় দ্বারা হয় না। এই জ্ঞানের জন্য বুদ্ধির প্রয়োজন। কেননা লাল বলতে এখানে যা অনুভব করলাম, তা বস্তুত এক প্রকার রং সামান্যের জ্ঞান। এই লাল যেমন ফুলে আছে, তেমনই আছে,

Scanned with CamScanner

আলতার রঙে বা ঐ জাতীয় পদার্থে। সুতরাং কোন বস্তুকে লাল নাম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঐ বস্তুটিকে আমাদের পূর্বে দৃষ্ট আরো অনেক লাল পদার্থের শ্রেণীভুক্ত করে তুলি। এইভাবে একটি মুহূর্তের অনুভবকে বহুর সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়, এই কাজ শুধু চোখের দ্বারা সম্ভব নয়। এই জ্ঞানের মধ্যে আছে বুদ্ধির অবদান।

লাল রঙ সম্পর্কে যা বলা হল ফুল সম্পর্কেও সেই একই বক্তব্য প্রযোজ্য। সেক্ষেত্রেও ফুলকে একটি দ্রব্য এবং লালকে তার গুণ বলে মনে করি। এই দ্রব্য ও গুণের পার্থক্য না করলে "লাল ফুল" শব্দটি আমাদের কাছে অর্থহীন হয়ে পড়বে, কিন্তু এই দ্রব্য ও গুণের কল্পনা চোখ তৈরী করতে পারে না, জ্ঞানের মধ্যে দ্রব্য ও গুণের যে ভেদ থাকে এবং বর্তমান অনুভবের সাথে পূর্ব দৃষ্ট অনুভবের যে তুলনা থাকে তা বুদ্ধিরই অবদান। ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে কোন বিষয়ের স্বরূপ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শুধু এক বহুত্বময় বিচ্ছিন্ন ধারণা জন্মাতে পারে। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা যে বহুত্বকে পাই, তাকে যথাযথভাবে গ্রহণ করলেই বিষয় তৈরী হতে পারে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে, কোন্টের মতে, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের যোগেই জ্ঞান আসে। শুধুমাত্র একটির দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান হয় না। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোন বিষয়ের অনুভব হতে পারে, কিন্তু তাতে যদি সামান্য জ্ঞান না থাকে তবে সেই অনুভব অন্ধ। আবার সামান্য জ্ঞান ছাড়া যেমন অনুভব স্পষ্ট হয় না, তেমনি অনুভব ছাড়াও সামান্য জ্ঞানের স্পষ্ট অর্থ হয় না। যে সামান্যের অনুভবযোগ্য বিশেষ রূপ আমাদের চোখের সামনে নেই, তা আমাদের কাছে একটি শূন্য আকার মাত্র। (যেমন — "লাল ফুলটি" একটি বিশেষ কাছে "লাল ফুল" নয়, নিছক একটি বস্তু মাত্র। আবার "লাল ফুল" এই সামান্য কতটিকে অর্থপূর্ণ হতে গেলে বাস্তবে তার অনুভব চাই। এই জন্যই কান্ট বলেছেন, "সামান্য জ্ঞান ছাড়া অনুভব অন্ধ এবং অনুভব ছাড়া সামান্য জ্ঞান শূন্য")

Scanned with CamScanner